যুগান্তর

তারিখ ... 18 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বাঞ্ছারামপুরে বিদ্যালয়ে না গিয়ে শিক্ষিকার বেতন উত্তোলন

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার দরিকান্দি পশ্চিম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক সহকারী শিক্ষিকার বিরুদ্ধে ৩ বছর যাবৎ বিদ্যালয়ে না গিয়েই প্রতিমাসে বেতন উত্তোলন করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। উপজেলা শিক্ষা অফিসকে ম্যানেজ করেই এ কাজ করছেন বলে অভিযোগ। এ ঘটনায় শিক্ষিকার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে স্কুলের পক্ষ থেকে অবশেষে বাঞ্ছারামপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে। বুধবার স্কুল পরিচালনা কমিটির সভাপতি সাব্বির আহমেদ সুবীর এ অভিযোগ দায়ের করেন। জানা গেছে, উপজেলার দরিকান্দি, ইউনিয়নের ৩৩নং দরিকান্দি পশ্চিম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষিকা তোহরা খাতুন ২০১১ সালের ১৩ অক্টোবর স্কুলে যোগদান করেন। ২০১৩ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত রয়েছেন তিনি। বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকলেও মাস শেষে তিনি বেতন উত্তোলন করেছেন। শিক্ষা কর্মকর্তা ও প্রধান শিক্ষককে ম্যানেজ করেই তিনি বেতন উত্তোলন করে চলেছেন প্রতি মাসে। তার অনুপস্থিতির কারণে স্কুলে পাঠদানে ব্যাঘাতসহ নানা অসুবিধারও সৃষ্টি হচ্ছে। এ ব্যাপারে বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মো. আল হেলাল বলেন, তোহরা খাতুন গত প্রায় ৩ বছর যাবৎ স্কুলে আসেন না, এমনকি কোনো স্বাক্ষরও করে না হাজিরা খাতায়। তারপরও শিক্ষা অফিসকে ম্যানেজ করে বেতন উত্তোলন করছেন প্রতিমাসে। এ বিষয়টি আমি টিও স্যারকে বিভিন্ন সময় বলেও কোনো সমাধান পাইনি। এ ব্যাপারে সহকারী শিক্ষিকা তোহরা খাতুনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, এলাকাবাসী আমার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ দিয়েছিলেন স্কুলে অনুপস্থিত থাকার বিষয়ে। তারপর ২০১৩ সালে অফিস থেকে ডেপুটেশন অনুমোদন করে পাড়াতলী পূর্ব স্কুলে ডেপুটেশনে রয়েছি। এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা মো. হাফিজুর রহমান বলেন, তোহরা খাতুনের কাছ থেকে আমি কোনো ধরনের সুবিধা নেই না। বিশেষ কারণে তাকে এ সুযোগ দেয়া হয়েছে। বাঞ্ছারামপুর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. নৌসাদ মাহমুদ বলেন, শিক্ষিকা তোহরা খাতুনের অনুপস্থিতির বিষয়টি আমার জানা আছে, সে ডেপুটেশনে নেই তবে বিশেষ তদবিরের কারণে তাকে পাড়াতলী পূর্ব স্কুল ক্লাস করার সুযোগ দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শওকত ওসমানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে অভিযোগ পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, তদন্ত করে সত্যতা পেলে অবশ্যই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।